স্ত্রীপুরুষে তীর্থযাত্রা।

শ্রীযাদবচন্দ্র মৌদক।

প্রণীত।

কলিকাতা

করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট ৩৮ নম্বর বাটীতে কলম্বিয়ান্‌

প্রেসে শ্রীযদুনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৭৭।২৫ অগ্রহায়ণ।

বিজ্ঞাপন।

স্ত্রীপুরুষে তীর্থ যাত্রা নামক এই অভিনব ক্ষুদ্র পুস্তক খানি যে স্বয়ং রচনা করিয়া প্রচারিত করিলাম এরূপ বলিতে পারা যায় না যেহেতু ইহাতে বর্ণিত উপাখ্যানগুলি মধুমোদক সমাজে কিম্বদন্তীরূপে বহুকালাবধি প্রচারিত আছে।

এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রণারায়ণ ঘোষের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সেই সমস্ত জনরব ঘটিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিলাম। অতএব গুণগ্রাহী পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক এক বার পাঠ করিলেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিব।

১২৭৭ সাল। শ্রীযাদবচন্দ্র মোদক।

২৫শে কার্ত্তিক। শ্যামবাজার।

শ্রী পুরুষে তীর্থযাত্রা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূত্রাধ্যায়ে।

সাহবালিনের পুত্র করাখাঁ বঙ্গশাসন কর্তৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যে সময়ে গৌড় নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ৬৬২ বঙ্গাব্দে কতক গুলি অস্মদ্দেশীয় পুণ্য প্রয়াসী যাত্রী রথযাত্রাদি দর্শন করিয়া পুণ্যধাম শ্রীপুরুষোত্তম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

স্নান যাত্রার পর হইতে রথ যাত্রার পূর্ব্ব দিবসাবধি শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথদেবের দর্শন পাওয়া যায় না। যেহেতু এই সময়ে কাষ্ঠ কলেবর শ্রীমূর্ত্তি চিত্রিত হইয়া রথারোহণ যোগ্য হন। সুতরাং যাত্রীরা জগন্নাথদেবের দর্শন না পাওয়াতে প্রায় অনেকেই মনে মনে বিরক্তি বোধ করেন। তৎপরে দর্শক মনোমন্দিরে ভবনভাব আবির্ভাব

নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি ব্যাকুলিত হন, বাটীতে কে কেমন আছেন, কেহ কেহ নিতান্ত শিশু সন্তান রাখিয়া আসিয়াছেন, কাহার পিতা মাতা বৃদ্ধ, কাহার স্বামী রুগ্ন, কেহ বা পুত্রবধুকে সাত মাস অন্তঃসত্ত্বা দেখিয়া আসিয়াছেন ইত্যাদি নানা প্রকার চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য প্রায় সকলেই ব্যস্ত হন। এ কারণ কত লোকের রথ দেখিবার বিলম্ব সহে না, কেহ কেহ চিত্রিত মূর্ত্তিকে রথোপর আরোহণ দর্শনেই প্রার্থনা সহকারে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিয়া থাকেন।

কিন্তু আমাদিগের কথিত যাত্রীগুলি সেরূপ স্বভাবের লোক ছিলেন না। ইঁহারা স্নান যাত্রার পর তথাকার যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, অর্থাৎ সেথুয়াদিগের পরামর্শে ধ্বজা বন্ধন, পাণ্ডা ভোজন, আট্‌কিয়া বন্ধন ইত্যাদি (যাহাতে পাণ্ডা এবং সেথুয়াদিগের অতিরিক্ত উপার্জ্জন) একে একে সমাধা করিয়া রথ যাত্রা দর্শন করিয়া-

ছিলেন। এবং এতদ্দর্শনেও পরিতৃপ্ত না হইয়া আরও কয়েক দিবস পুণ্যধামে অতিবাহিত করিলেন। পরে হারাপঞ্চমী দেখিয়া পূরী হইতে বহির্গত হইলেন।

ক্রমে রাণিতলা, তুলসীচূড়া, অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে সত্যবাদির চটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তথায় মধ্যাহ্ন আহারাদি করণের সুযোগ দেখিয়া পথ প্রদর্শক যাত্রীদিগকে আহা-রীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের অনুমতি করিলেন। এদিকে যাত্রীরাও স্বস্ব অভিলষিত দ্রব্যাদি আহরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিবার পদ্ধতি বহুকালাবধি প্রচলিত থাকাতে, ইহারা স্বদেশে বাটীর বহির্ভূতা হইতে পান না কিন্তু তীর্থে ইহারা স্বয়ং সিদ্ধা হইয়া সকল কার্য্যই করিয়া থাকেন। সেই জন্য চটীতে আসিয়াই দলে দলে পণ্যবীথিকাতে গমনাগমন করিয়া অভিলষিত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই সুযোগে

তথাকার ব্যবসায়ি সম্প্রদায়েরা—ওঁচা, পচা, খো-পড়া, যাহা সম্বৎসরেও তথাকার লোক-দিগকে বেচিতে পারে নাই সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। এবং দামডুনা দরে হউক বা ওজনে কম দিয়াই হউক, যে প্রকারে হয় অধিক উপার্জ্জনের পন্থা দেখিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের মধ্যে যাহারা অতিশয় চতুর, দোকানিকে ঠগাইবার জন্য তাহারা কৃত্রিম হাব ভাব দর্শাইতে প্রায় বাকি রাখিল না। এইরূপে ক্ষণকাল ক্রয় বিক্রয় চলিতে লাগিল, যাত্রী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক, পুরুষযাত্রী অতি অল্প তাহাতে আবার অধিকন্তুই ঠগ, জুয়াচোর, গাঁজাখোর, লম্পট, ভাল মানুষ প্রায় দেখা যায় না। কারণ এই।—কতক-গুলি মন্দ স্বভাবা তরুণ বয়স্কা স্ত্রীলোক তীর্থ যাত্রা ছলে বাটী হইতে পলাইয়া পথে আত্মাভিলাষ সম্পন্ন করে, এবং নীচাশয় পরস্ত্রী-কাতর যুবাপুরুষেরাও সেই রূপ স্ব স্ব কুপ্রবৃত্তি

চরিতার্থ করণের নিমিত্ত অল্পবয়সে তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিয়া থাকে, বাস্তবিক তাহারা পুণ্য প্রয়াসী লোক নহে।

তদনন্তর যাত্রীরা যথা যোগ্য আহারীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করত পাক শাক করিয়া ভোজনাদি করিতে বেলা প্রায় অপরাহ্ণ হইল। সে জন্য সে দিবস সত্যবাদির সরায়েই অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সঙ্গিসঙ্গে।

পর দিবস রাত্রি প্রহরেক থাকিতে সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "হরিবোল হরিবোল" শব্দে তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং সত্যবাদির চটী পশ্চাতে রাখিয়া অনবরত উত্তর ভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী প্রভাতা হইলে নবোদিত ভাস্কর কিরণে সকলের মুখমণ্ডল

ঘর্ম্মাক্ত হইয়া আসিলে, পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রামাভিলাষে সকলে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার উপভোগে ও কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলেন—আপনারা সকলে ফেলিয়া যান যাবেন কিন্তু আমি কোন ক্রমে পারিব না, যেহেতু অন্য নন পর নন উনি আমার স্বামী আমি উহাঁর স্ত্রী। এই কথায় আর এক জন স্ত্রীলোক উত্তর করিল—নাও মেনে তোমার কথা ভাল লাগে না। এপথে কতলোক পেটের সন্তানকে ফেলে রেখে যায়—তুমি আর স্বামীকে ফেলে যেতে পার না? স্বামী হলো তো কি হলো। তখন প্রথম বক্তা স্ত্রীলোকটী পুনরায় কহিল যাহারা নির্ব্বোধ তাহারাই এমন কর্ম্ম করে, যাহাদের জ্ঞান আছে তাহারা কখনই এমন কর্ম্ম করিতে পারে না আমি কথকঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি স্বামী স্ত্রীলোকের পরম দেবতা হন, স্বামী মরিলে যে স্ত্রী, স্বামীর সহগমন করেন

সেই স্ত্রী আপনাকে এবং তাহার স্বামীকে পূর্ব্ব-কৃত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া উভয়ে অনন্ত সুখে স্বর্গ ভোগ করিতে থাকেন। দেখ সেই জন্য অদ্যাপিও কত কত স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সহ-মরণে গমন করিতেছেন। অতএব আমি কি বলে এমন অসময়ে স্বামীকে পথে ফেলে চলে যাব? আমার কি শরীরে দয়া মায়া নাই? না আমার কিছু মাত্র ধর্ম্ম ভয় নাই। এক দিন অপেক্ষা করে দেখি উনি কেমন থাকেন পরে যাহা হয় তাহাই করিব। এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয় বক্তা স্ত্রীলোকটী আর কোন উত্তর করিল না। সেবার সেথুয়াঠাকুর কয়েক জন পুরুষযাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথম বক্তা স্ত্রীলোকটীকে নি-কটে ডাকিয়া বলিলেন—শুন তোমার স্বামীর লক্ষণ বড় ভাল নয়, যখন তিনটী বার মাত্র দাস্ত হও-য়াতেই উহার চোক, মুখ বসে গিয়াছে তখন আর বাঁচিবার কিছু মাত্র আশা নাই। অতএব তুমি উহার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত

গমন কর। এই বলিয়া সেথুয়াঠাকুরকে নীরব হইতে দেখিয়া প্রথম বক্তা স্ত্রীলোকটী পূর্ব্বের ন্যায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। হয় এক খানি ডুলি ভাড়া করিয়া দেও নতুবা অদ্যকার মত সকলে এই স্থানে থাক কল্য আপনারা যাহা বলিবেন আমি তাহার অন্যথা করিব না।

পুনরুত্তরে সেথুয়াঠাকুর বলিলেন আমরা সত্যবাদির চটীতে থাকিতে যদ্যপি তোমার স্বামীর এরূপ ব্যারাম হইত তাহা হইলে যে কয় দিন গহরী করিতে বলিতে, তাহাই করা যাইত। এ নয়এদিগ্ নয়ওদিগ্ মধ্যস্থলে দুশ, পোনেদুশ যাত্রী কি প্রকারে নিরাশ্রয়ে থাকিবে, একে এই বর্ষাকাল তাহাতে এখানে দোকানি পসারী নাই, থাকিবার ঘর নাই, কোন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে পাওয়া যাবে না, তবে কি এক জনের জন্য এরা এত লোক অনাহারে গাছতলায় থাকিবে? তাহা কখনই থাকিবে না। তবে তুমি একা কি প্রকারে থাকিবে আর থাকিয়াই বা

কি করিবে? নিকটে গ্রাম নাই যে তথায় লয়ে গিয়ে স্বামীর চিকিৎসাদি করাইবে, কাটযুড়ি সত্যবাদি যে দিগে যাও চটী প্রায় সাত ক্রোশ হইবে। চটী ভিন্ন ডুলি কাহার পাওয়া যাবে না, চটী হইতে ডুলি আনিতে গেলে রাত্রি এতক্ষণেও আসা ভার হইবে, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন একা থাকা ভাল কিম্বা আমাদের সঙ্গে যাওয়া উচিত। এই বলিয়া পথ প্রদর্শক ক্ষান্ত হইলে অন্য এক জন যাত্রী পথের রীতি নীতি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া বলাতে স্ত্রী স্বভাব বশতঃ প্রথমতঃ সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাছে দেশের লোকে জানিতে পারে—যে স্বামীকে জীবিতাবস্থায় পথে ফেলে এসেছে সেই চিন্তা মনোমধ্যে বারম্বার উদয় হওয়াতে ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থা হইয়া পুনর্ব্বার সঙ্গিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন—তোমরা যে উহাঁকে ফেলে যেতে বলিতেছ এই কথা দেশের লোকে শুনে বল্‌বে কি? তখন যে লজ্জায় মরে যেতে

হবে, দেশের লোকের নিকট মুখ দেখান যে ভার হয়ে উঠ্বে। এমন কর্ম্ম আমিত প্রাণ থাকিতে করিতে পারিব না। এই বলিয়া স্ত্রী লোকটী সহসা রোদন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন হায়! এখন আমি কি উপায় করিব? ভাবিয়া যে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহাদিগের ভরসায় পুরুষোত্তমে আসিয়াছিলাম তাহারা তো সকলি করিল, পথে আসিয়া এরূপ বিপদে পড়িব, আজ কুক্ষণে রাত্রি পোহাইবে পূর্ব্বে ইহা জানিতে পারিলে চটী হইতে কখনই বাহির হইতাম না, সেই স্থানেই কিছু দিন থাকিতাম বরং সেখানে থাকিলে যাহা হয় এক রকম শুবিধা করিতে পারিতাম পথে এসে যে বিষম বিপাকে পড়িলাম, হায়! আমার দশা কি হবে আমি কেমন করে ইহাঁকে দেশে নিয়ে যাব, হে পরমেশ্বর, হে জগবন্ধু, হে মধুসূদন, বিপদকালে এদাসীকে রক্ষা করুণ। এই বলিয়া স্ত্রীলোকটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ

পূর্ব্বক নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এবম্প্রকার বিলাপ শুনিয়া যাত্রী সম্প্রদায় মধ্যে হইতে এক জন তাঁহার স্বদেশীয় লোক উত্তর করিল। বলি কেবল আমরাই কয়েক জন তোমার দেশস্থলোক আছিতো? আমরা দেশে গিয়ে যাহা বলিব দেশের লোকে তাহাই বিশ্বাস করিবে তজ্জন্য তোমার চিন্তা কি? তুমি সচ্ছন্দে আমাদের সঙ্গে গমন কর। স্ত্রীলোকটী কহিল আচ্ছা দেশের লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তখন তোমরা কি বলিবে? এইকথা শুনিয়া সে ব্যক্তি বলিল। কেন আমরা বলিব পথে ষষ্ঠীপুত্রের ওলাউঠা হইয়াছিল আমরা তাহাকে সত্যবাদির চটীতে রাখিয়া দুই দিবস চিকিৎসাদি করাইয়াছিলাম কিন্তু আরোগ্য হইল না। পরে তাহার কালাকাল হইলে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করে তথা হইতে যাত্রা করি, সেই জন্য আসিতে আমাদের এত বিলম্ব হইয়াছে, নতুবা আমরা আরও দুই দিবস

পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিতাম। যাত্রীদিগের মুখে এইরূপ নানাপ্রকার আশ্বাস বাক্য শুনিয়া স্ত্রীলোকটী ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ়া হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। ইহাতেই সকলে, মৌনে সম্মতি লক্ষণ অনুমান করিয়া, তৎকালোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান হইলেন অর্থাৎ এক জন যাত্রী একটী নারিকেল মালায় কিঞ্চিৎ জল, আর তাহার পরিধেয় বস্ত্রে মুটটাক্ চিঁড়ে বান্ধিয়া রাখিয়া আইলে আর এক জন ষষ্ঠীপুত্রের কঙ্কাল হইতে টাকার গেঁজেটী খুলিয়া তাহার স্ত্রীকে আনিয়া দিল। পরে এই ব্যাপার সমাপ্ত হইলে যাত্রীরা সকলে রোগীর নিকট হইতে নীরবে উঠিয়া চলিল এতদ্দর্শনে উক্ত রমণী অগত্যা সঙ্গি সঙ্গে ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয় প্রদানে।

ইহারাতো সকলে চলিয়া গেল ষষ্ঠীপুত্রই কেবল সুষুপ্তাবস্থায় বৃক্ষমূলে শয়নে থাকিলেন। সত্যবাদি হইতে আসিবার সময় পথে বারত্রয় ভেদ হওয়াতে ষষ্ঠীপুত্রের শরীর অতিশয় অবসন্ন হইয়াছিল। এই কারণ বশতঃ ঐস্থানে পৌঁছিয়াই তিনি শয়ন করিয়াছিলেন এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত অল্পক্ষণের মধ্যে নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই।

তাঁহার প্রতিবেশী সঙ্গিরা এবং তাহার স্ত্রী তদবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতেছেন, বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর প্রসাদে তিনি তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন নাই সচ্ছন্দে নিদ্রাসুখই অনুভব করিতে-

ছিলেন। অতএব এই সময় ষষ্ঠীপুত্রের পরিচয় প্রদান করিয়া পাঠকবৃন্দের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করাইতে অবসর পাইলাম।

হুগলি জেলার অন্তঃপাতি সাতগাঁ নামে যে গ্রাম আছে পূর্ব্বকার লোকেরা ঐ স্থানকে সপ্তগ্রাম বলিত। নিকটে স্রোতস্বতী সরস্বতী বেগবতী থাকাতে নানাদিগ্‌দেশ হইতে বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্য সকল তথায় আনীত ও নীত হইত। সেই জন্য ব্যবসায়িগণের বহুল সমাগম হওয়াতে সপ্তগ্রাম তৎকালে বঙ্গদেশমধ্যে প্রধান বন্দর বলিয়া পরিগণিত ছিল। এক্ষণে তথাকার পূর্ব্ব সৌভাগ্যের চিহ্ন মাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না।

কালক্রমে সকলই রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, অদ্য যে স্থানে নগর দেখা যাইতেছে হয় তো কিছু দিবসের মধ্যে তথায় অরণ্যময় হইয়া শ্বাপদাবলির বাসস্থান যোগ্য হইতে পারে। অদ্য যে স্থান বিজন বলিয়া পরিচিত আছে হয়তো

কিছু দিনের মধ্যে মনোহর নগর পত্তন হইয়া বিবিধ সৌধাবলীতে তথাকার সুশ্রীকতা সম্পাদন করিতে পারে। এমন যে বহুলোক সমাকীর্ণ অতি সমৃদ্ধিশালী কলিকাতা দেখিতেছেন কোন সময়ে ইহাও অরণ্যময় ছিল। কথিত আছে যে নিকটস্থ সুন্দর বন হইতে ব্যাঘ্রাদি বন্য জন্তু আসিয়া এস্থানে বাসকরিত। এক্ষণে কলিকাতার বর্ত্তমান অবস্থা অবলোকন করিলে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত নিতান্ত ভ্রমমূলক বলিয়া অনুভব হইয়া থাকে। কালের গতিই এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল।

সপ্তগ্রামের উত্তরাংশে আর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে তাহার নাম ধামাস, ষষ্ঠীপুত্রের বাসস্থান উক্ত ধামাসেই ছিল, ইনি নিতান্ত নীচ বংশোদ্ভব বা দরিদ্র ছিলেন না। অথচ ব্রাহ্মণ কায়স্থও নহেন, তালুক মুলুক ও ছিল না। জাত্যংশে মোদক ব্যবসায় স্ববৃত্তি। আচার, বিনয়, বিদ্যা, তীর্থদর্শন, তপ ও দান প্রভৃতি নানাপ্রকার সদ্গুণবিশিষ্ট ছিলেন। এই সকল

গুণ দ্বারা কিছু দিনের মধ্যে ষষ্ঠীপুত্র স্বীয় সমাজ হইতে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন।" অনুমান হয় রাজা বল্লালসেন যখন কুলীন মৌলিক প্রভেদ করেন তখন কেবল আদিসুর কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকেই কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। সুতরাং নবশাক বা ইতরলোকেরা উপর্য্যুক্ত বর্ণদ্বয়ের কৌলীন্যমর্য্যাদা দৃষ্টি করিয়াই স্ব স্ব সমাজ মধ্যে এক এক জনকে চাঁই, মোড়ল, পরামাণিক প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট করিয়া কুলীনত্ব পদ প্রদান করিয়া থাকিবেন। তদনুসারে ষষ্ঠীপুত্র স্বজাতীয় সমাজ হইতেই কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ষষ্ঠীপুত্রের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবার আর একটী কারণ ছিল, জনশ্রুতি আছে ষষ্ঠীপুত্রের পিতা সৃষ্টিধর দাস যখন বর্দ্ধমান হইতে ধামাসে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন তদবধি ষষ্ঠীপুত্র গঙ্গাস্নান করিতে প্রবৃত্ত হন।

কথিত আছে ইনি প্রত্যহ প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া মুক্তবেণীত্রিবেণীতে স্নানার্থ গমন করিতেন। যে দিবস উত্তরদিগ হইতে বায়ু বহমান হইত সে দিবস ঘাটের দক্ষিণাংশে এবং যে দিবস দক্ষিণে অনিল বহিত সেদিন ঘাটের উত্তরাংশে নামিয়া স্নান করিতেন। তাহাতে এক দিবস একজন ব্রহ্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এরূপ করিয়া স্নান কর কি জন্য? এই কথা শুনিয়া ষষ্ঠী-পুত্র কহিলেন মহাতীর্থ ত্রিবেণীতে অনেকানেক সাধু পুরুষের সমাগম হইয়া থাকে। অতএব তাঁহাদিগের গাত্রসংস্পর্শ বায়ু আসিয়া যাহাতে আমার গাত্রকে পবিত্র করে সেই অভিপ্রায়ে এইরূপে স্নান করিয়া থাকি। ব্রহ্মচারী শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং এই বলিয়া ষষ্ঠী-পুত্রকে বর প্রদান করিলেন "তুমি সত্বরে স্বজাতি সমাজে প্রাধান্য লাভ কর।" পরে ঋষি বাক্যে তাহাই ঘটিয়াছিল।

অতঃপর কি জন্য ষষ্ঠীপুত্রের পিতা বৰ্দ্ধমান

পরিত্যাগ করিয়া ধামাসে বাস করিয়াছিলেন এস্থানে তাহাও প্রকাশ করিতে হইল। যেহেতু পাঠক মহাশয়েরা মনে করিতে পারেন যে ষষ্ঠী-পুত্রের পিতা দায়গ্রস্ত বা ঋণগ্রস্ত হইয়া মহাজনদিগকে বঞ্চিত করিবার আশয়ে বর্দ্ধমান হইতে পলাইয়া আসিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক তাহা নহে, ইনি যে কারণে বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করেন তাহা একটী মনোহর ইতিবৃত্ত। বোধ করি উক্ত ইতিবৃত্তটী এই স্থানে বর্ণন করিলে পাঠক মহাশয়েরা বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না। যেহেতু মধু মোদকদিগের পক্ষে এই ইতিবৃত্তটী অতিশয় প্রয়োজনীয় অতএব ষষ্ঠীপুত্রের অবস্থা বর্ণন স্থগিত রাখিয়া অগ্রে ইতিবৃত্তে প্রবৃত্ত হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কন্দর্প থাকা।

বর্দ্ধমানের সন্নিকট কাঞ্চননগর নামে একটী নগর আছে। কন্দর্প দাস নামে এক জন মোদক ও সৌন্দর্য্যবতী নাম্নী তাহার স্ত্রী সেই নগরে বাস করিত। কালক্রমে কেশব, মুকুন্দ, ও মুরারি নামে তিনটী পুত্র সন্তান জন্মিলে সৌন্দর্য্যবতী একটী কন্যারত্ন প্রসব করিয়াছিলেন, সেই কন্যার নাম অনঙ্গবতী, ইনি এমনি রূপবতী ছিলেন যে কিছু দিন পরে যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলে তাহার রূপের প্রশংসা দেশময় রাষ্ট্র হইয়া উঠিল। এমন কি তৎকালের কবিতাকর্ত্তা পণ্ডিত মহাশয়েরা স্বকপোল কল্পিত বাক্যবিন্যাসে অনঙ্গবতীর রূপ বর্ণনায় আপনাদিগকে অপারগ জ্ঞান করিয়াছিলেন, বাস্তবিক বঙ্গভূমে তৎকালে সুকবি প্রায় ছিলেন না।

তদনন্তর কন্দর্পদাস কন্যা যোগ্য রূপবান পাত্র স্বদেশে না পাওয়াতে পাত্রান্বেষণে দেশান্তরে

গমন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে বঙ্গের শাসন-কর্ত্তা তাগরণখাঁ * নামে নবাব উড়িষ্যা জয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছিলেন। এবং কয়েক দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়া তথাকার ফৌজদারের নিকট অনঙ্গবতীর সৌন্দর্য্যাতিশয় শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে তাহাকে হরণ করিয়া তাগরণখা স্বীয় রাজধানী গৌড় নগরে প্রস্থান করিলেন এবং সত্বরে অনঙ্গবতীর পাণি গ্রহণ করিয়া নবাব তাহাকেই প্রধান মহিষী পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন নবাব বা বাদসাহ হিন্দু রমণীর পাণি গ্রহণ করেন নাই।

এ দিকে কন্দর্প দাস উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করত শুনিলেন নবাব তাগরণখাঁ অনঙ্গবতীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন সেই জন্য স্বজাতীয় কুটুম্বেরা তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়া নিমন্ত্রণাদি রহিত করিয়াছেন,

* Toghan Khan.

এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কন্দর্পদাস ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন, এবং সত্বরে ইহার প্রতিফল দিবার জন্য অর্থাৎ নবাব তাগরণ খাঁর নামে অভিযোগ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ দিল্লী যাত্রা করিলেন, কিন্তু কয়েক দিবসান্তে শুনিলেন, সাহবালিন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন (বাস্তবিক ইহা অলীক জনরব মাত্র) অতএব রাজ পরিবর্ত্তনকালে রাজধানী গমন করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কন্দর্পদাস বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এবং অভিযোগ হইল না বলিয়া মনে মনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বিষণ্ণ চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অনঙ্গবতী যে কেবল রূপবতী ছিলেন এমন নহে। তিনি যেরূপ অলোক সামান্য রূপলাবণ্য-বিশিষ্টাছিলেন, সেইরূপ গুণবতী ও বিদ্যাবতী ছিলেন।

নবাব তাগরণখাঁ যে সময়ে তাঁহাকে হরণ করিয়া স্বরাজ্যে গমন করেন সে সময়

তিনি যে কেবল রোদন করিয়াছিলেন এরূপ নহে, স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে অনেকানেক বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া মনে মনে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। "জাতগেল" এবং স্বয়ং প্রশ্ন কর্ত্রী হইয়া উত্তর করিলেন জাত আবার কি? ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ময়রা, মালি, তেলী, তাম্বুলী, স্বর্ণকার, সূত্রধর ইত্যাদি উপাধি বিশিষ্টকেই লোকে জাত বলিয়া থাকে যাহারা যে দলভুক্ত তাহারা সেই জাতি, অপরেরা ভিন্ন জাতি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। ভিন্ন আবার কি?

উত্তর। কৈ কাহারত চারিটা হস্ত নয় কাহারত চরণ চতুষ্টয় দৃষ্ট হয় না, কেহ তো চিরকাল জীবিত থাকে না, তবে ভিন্ন কি? কেবল আচার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, নতুবা আকার প্রকারে সকল মনুষ্যই একরূপ।

তৃতীয় প্রশ্ন। স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম কি?

উঃ। সতীত্ব।

চতুর্থ প্রশ্ন। পরিণেতা কয়?

উঃ। পরিণেতা এক।

যদ্যপি এক জনকে পাণিদান করিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারা যায় তাহা হইলে কখনই নিরয়গামিনী হইতে হইবে না। অতএব ধর্ম্ম এক সতীত্ব রক্ষা দ্বারাই রক্ষিত হইবে।

পঞ্চম প্রশ্ন। উপাস্য কয়?

উঃ। উপাস্য এক, যেহেতু পরমেশ্বর একমেবা-দ্বিতীয়ম্ ইহা প্রায় সকল দেশবাসিরাই স্বীকার করেন। অতএব তাঁহার উপাসনাই উপাসনা। অন্য, বিড়ম্বনা মাত্র।

এই সকল পর্য্যালোচনা দ্বারা অনঙ্গবতী ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন তৎপরে নবাবকে পাণিদান করিতেও অসম্মত হন নাই।

তদনন্তর অনঙ্গবতী স্বীয় সৌজন্যগুণে নবাব জাগরণ খাঁকে এমনিই বশীভূত করিয়াছিলেন যে নবাব সাহেব অনঙ্গবতীর বাক্যের অন্যথা করিতে সাহস করিতেন না। এবং অন্তঃপুর পরি-চারিকা সমূহ নবমহিষীর সদাচারে সন্তুষ্ট হইয়া

আন্তরিক ভক্তি সহকারে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিত। এই রূপে কিছু দিন গত হইলে অনঙ্গবতী আপন পিতা মাতা এবং ভ্রাতা গণের কুশল সমাচার জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎবিগ্ন হইয়াছিলেন। পরে জনৈক ভৃত্যকে নিকটে আহ্বান করিয়া কাতরোক্তি সহকারে কহিলেন, তুমি কাঞ্চন নগরস্থ আমার পিতা কন্দর্পদাসের কোন সুসমাচার আনিতে পার? দূত ইহা শুনিবা মাত্র যে-আজ্ঞা বলিয়া ভক্তি সহকারে শির নোয়াইয়া প্রস্থান করিল। কয়েক দিবসান্তে কাঞ্চন নগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে সকল সমাচার কহিল তাহাতে অনঙ্গবতী অতিশয় বিমর্ষ যুক্তা হইলেন এবং কি উপায়ে নিরুপায় পিতা মাতার দুঃখাপনোদন করিবেন দিবানিশি তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক দিবস অনঙ্গবতী আপন শয়ন কক্ষে উপবেশন করিয়া করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক স্বীয় পিতা মাতার দূরদৃষ্ট চিন্তা করত অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে-

ছেন এবং মনে২ আপনাকে কতই তিরস্কার ক-রিতেছেন এমত সময় তাগরন খাঁ সম্মুখে উপ-স্থিত হইয়া কহিলেন "প্রেয়সী এ কি"? প্রিয়জনের প্রিয়সম্ভাষণে অনঙ্গবতীর দ্বিগুণ দুঃখ উপস্থিত হইল এবং তদ্দণ্ডে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠি-লেন। নবাব কিয়ৎক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া চিন্তা করিলেন কিন্তু অকস্মাৎ এরূপ রোদনের তাৎপর্য্য কি কিছুই অনুমান করিতে পারিলেন না সুতরাং পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। "প্রিয়ে কি জন্য এত রোদন করিতেছ" যদ্যপি আমা হইতে ইহার কোন প্রতিকার সম্ভাবনা থাকে অনুমতি কর এই দণ্ডেই তাহার প্রতিবিধান করি। এই বলিয়া নবাব নীরব হইলে অনঙ্গবতী নবাবকে প্রিয় সম্বোধন করিয়া কহিলেন। ভাগ্য মনুষ্যের সঙ্গে যায়, ভাগ্যে যাহা থাকে তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। সেই জন্য সাধারণে বলে।

দরিদ্র যদি যায় সমুদ্র পার।
তবু না ঘুচে তার স্কন্ধের ভার॥

অতএব সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করা কথঞ্চিৎ ভাগ্য অপেক্ষা করে। আমার সেরূপ অদৃষ্ট নহে, পিতা মাতার দুঃখে আমাকে দিবানিশি দগ্ধ হইতে হইবে, আপনি আমাকে যতই কেন ভাল বাসেন না, আমি যতই কেন ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হই না, সে পোড়া হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইব না। যেহেতু আমাহইতেই তাঁহাদিগের দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে। আমিই তাঁহাদের দুঃখের এক মাত্র কারণ হইয়াছি। নবাব জিজ্ঞাসিলেন সে কি প্রকার, তুমিতো তাঁহাদিগকে কষ্ট প্রদান কর নাই, তবে তোমাহইতে তাঁহাদের দুঃখ কি? অনঙ্গবতী কহিলেন শ্রবণ করুন। আপনি আমাকে হরণ করিয়া আনাতে কুটুম্বেরা পিতার জাতিভ্রংশ করিয়াছেন। তাহারা তাঁহাকে সমাজ চ্যুত করিয়া নিমন্ত্রণাদি রহিত করাতে পুরোহিতে যাজকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এবং সেইজন্য নাপিতে

ক্ষৌর, রজকে বস্ত্র ধৌত করিতে অসম্মত হওয়াতে পিতা নখ চুল ধারণ করিয়া মলিন বস্ত্রে দিবা-নিশি পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতেছেন হায়! আমি কি পাপীয়সী আমি তাহার কোন উপায়ও করিতেছি না, ভুমণ্ডলে আমা অপেক্ষা কৃতঘ্নী আর কে আছে। যে পিতা আজন্ম শৈশবাবস্থা হইতে যৌবন-কাল পর্য্যন্ত অতি যত্নের সহিত আমাকে লালন পালন করিয়াছিলেন আমি তাঁর উপকার না করিয়া বরং তাঁহাকে অকূল দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করিলাম। এই বলিয়া অনঙ্গবতী পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন। নবাব কহিলেন এই তুচ্ছকথার নিমিত্ত রোদন করিবার প্রয়োজন কি? আমি মনে করিলে এই মুহুর্ত্তে তোমার পিতাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি করিয়া স্বজাতি জনগণ মধ্যে প্রধান কুলীন করিয়া দিতে পারি তজ্জন্য চিন্তা কি? ক্রোন্দন সম্বরণ কর। আমি যাহা আদেশ করিব তাহা প্রায় সকলেরই শিরোধার্য্য। আমার আজ্ঞা অমান্য করে এরূপ

লোক এদেশে নাই, তবে যদি দিল্লীর বাদসাহ বালিন; তাঁহাকেই বা ভয় কি তিনিতো আমার সমযোগ্য তবে যে তাঁহাকে কর প্রদান করি, সে কেবল অনুগ্রহ, মনে করিলে এই দণ্ডেই রহিত করিতে পারি। প্রেয়সী তুমি আমাকে নিতান্ত অক্ষম বিবেচনা করিও না এই দেখ (দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া) সে দিবস এই হস্তে উৎকল জয় করিয়া তথা হইতে কত হস্তী, ও কত অর্থ আনয়ন করিলাম। আবার হয়তো এই হস্তে সাহবালিনকে পরাজয় করিয়া আপনার রাজ্য স্বাধীন করিব। অতএব তোমার পিতার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে এক্ষণে পরিজ্ঞাত হইলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি।

অনঙ্গবতী কহিলেন যেসকল মোদকেরা আমার পিতাকে সমাজ ভ্রষ্ট করিয়াছেন তাঁহারা এবং ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা আমার পিত্রালয়ে আসিয়া নির্ব্বিবাদে ভোজন করিলে এতদুঃখ বিমোচন হয়। অতএব আপনি ইহার উপায়ান্তর চিন্তা করুন।

তাগরণখাঁ কহিলেন এ কোন্ বিচিত্র কর্ম্ম! কল্য প্রাতেই ইহার উচিত বিধান করিব।

যে দিবস নবাবের সহিত অনঙ্গবতীর এই রূপ কথোপকথন হয় তাহারই দুই তিন দিবস পরে বর্দ্ধমান অঞ্চলে একটী জনরব শুনিতে পাওয়া গেল। তাহার মর্ম্ম এই "যেব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া কন্দর্পদাসের বাটীতে আহারাদি না করিবেন নবাব তাগরণখাঁর আজ্ঞায় তাহার উচিতমত দণ্ড হইবে" কথিত আছে নবাব তাগরণখাঁ পর দিবসে একখানি পত্রিকা একজন পত্র বাহক দ্বারা বর্দ্ধমানের ফৌজদারের নিকট পাঠাইয়া-দেন তদনুসারে তথাকার ফৌজদার কন্দর্প দাসের সহিত সম্মিলিত হইয়াই এইরূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন।

ক্রমে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে মোদকেরা বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অধিকাংশ লোককে ফৌজদারের লোকেরা বল পূর্ব্বক কন্দর্প দাসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাইল।

যাহারা পলায়ন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সপ্তগ্রামে, কতকগুলি মহম্মদাবাদে, কেহ কেহ বসন্ত পুরে বসবাস করেন। ইহাতেই মধুমোদকদিগের কএকটী ভিন্ন ভিন্ন সমাজ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে নতুবা ইহাঁরা পূর্ব্বে সকলেই এক সম্প্রদায় সম্ভুক্তছিলেন। ইহাকেই কন্দর্প থাকা কহে। এই ব্যাপার বাঙ্গালা ৬৪৬ অব্দে ঘটিয়াছিল। তখন ষষ্ঠীপুত্রের বয়ঃক্রম পঞ্চ দশ বৎসর হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তরুতলে।

বর্দ্ধমান হইতে পলাইয়া যাঁহারা সপ্তগ্রাম অঞ্চলে বসতি করেন তাহাদের মধ্যে স্বস্তিধর দাস এক জন। ষষ্ঠীপুত্র তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র ষষ্ঠীপুত্রের আর দুই কনিষ্ঠ সহোদর ছিল তন্মধ্যে একেরনাম গঙ্গা-বর, ইনি নিঃসন্তান, দ্বিতীয় হরিশাংঙ্ক ইহার

বংশপরম্পরা লোকেরা এই নামের অপভ্রংশে হরিভঙ্গ দাসের সন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। স্বষ্টিধর নিতান্ত নির্ধন ছিলেন না তাঁহার বিলক্ষণ সঙ্গতিও ছিল সেই জন্য তিনি অতি অল্পকালের মধ্যে পুত্রবধূর মুখাবলোকন লালসায়, চাকদাহ নিবাসী গুণসাগর মোদকের কন্যার সহিত স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ষষ্ঠীপুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। ক্ষণে ষষ্ঠীপুত্রের সেই সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে পথে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছেন।

ষষ্ঠীপুত্র ইহার কিছুই অবগত নহেন অনুমান হয় তিনি তখন বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর প্রসাদে বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। কারণ প্রগাঢ় নিদ্রা, বা সুস্বপ্ন ভিন্ন নিদ্রাবস্থায় দুঃসপ্ন দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া মনুষ্যকে জাগরিত করে। তিনি পুনর্ব্বার হয় তো স্বপ্নাবস্থায় রথ যাত্রা দর্শন করিতেছেন না হয় স্বদেশে আসিয়া প্রতিবেশীমণ্ডলে শ্রীক্ষে-

ত্রের বিবরণ বিবৃত করিতেছেন। কিম্বা আত্মজ আত্মজার মুখাবলোকনে আনন্দ অনুভব করিতেছেন তাহার আর সন্দেহ কি।

এমত সময়ে কাল মাহাত্ম্যগুণে গগণমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বিন্দু বিন্দু বারিধারা পতিত হওয়াতে ষষ্ঠীপুত্রের গাত্রাচ্ছাদিত বস্ত্রখানি আর্দ্র হইলে তিনি জাগরিত হইলেন। এবং গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন নিকটে জনমানবও নাই তখন শশব্যস্ত হইয়া স্বীয় কক্ষালে হস্ত প্রদান করি-লেন দেখিলেন টাকা নাই। তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, আতঙ্কে পিপাসায় তালুদেশ শুষ্ক হইয়া আসিল, ও মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তখন তিনি বৃক্ষমূলে মস্তক রক্ষা করিয়া ক্ষণকাল নিস্পন্দভাবে থাকিলেন। পথে যে দুই একজন লোক যাতায়াত করিতে ছিল তাহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন যে ইহার সঙ্গিরা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠীপুত্রের সংজ্ঞা লাভ হইল বটে, কিন্তু

তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ চিন্তাও আসিয়া উপস্থিত হইল। চিন্তা করিয়া চিত্ত চাঞ্চল্য-জন্য কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের কিছুই স্থিরতা করিতে পারিলেন না, কেবল নিঃশব্দে চক্ষুঃ হইতে বারি বিন্দুর পর বারিবিন্দু পতিত হওয়াতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল এইরূপে বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল তথাপি কোন বিষয় মীমাংসা হইল না, নিদ্রাভঙ্গের পর যেভাবে বসিয়াছিলেন এক্ষণে ও সেই ভাবে বসিয়া আছেন। এমত কালে যেন কোন ব্যক্তি সহসা তাঁহার পশ্চাৎদিগ হইতে মধুর স্বরে কহিলেন; "ষষ্ঠীপুত্র রোদন সম্বরণ কর এমন দিন থাকিবে না, এক্ষণে সময়োচিতকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান হও"। ষষ্ঠীপুত্র পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টি পাত করিলেন কিন্তু এই বাক্য কোথা হইতে কে কহিল তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না, মধুর ভাষিণী আশাদেবী ষষ্ঠী-পুত্রের কর্ণকুহরে আশ্বাস বাক্য প্রদান করিলে কিঞ্চিৎবিশ্বস্ত হইয়া আশা পথ অবলম্বন

করিলেন। বসনস্থ চিপিটকগুলি চর্ব্বণ করিয়া জল পান করিলেন। যাহার যতই কেন দুঃখ উপস্থিত হউকনা এবং যিনি যতইকেন শোক সন্তপ্ত হউন না, ভোজনে অনেকাংশ নিবৃত্ত হয়। ষষ্ঠীপুত্র কিঞ্চিৎসুস্থ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? স্বদেশের পথ অবলম্বন করি, কিম্বা পুরীতেই পুনর্ব্বার ফিরিয়া যাই এইরূপ বারদ্বয় আন্দোলন করিলে স্বদেশের প্রতি বিদ্বেষভাব জন্মিল। ভার্য্যার কুব্যবহারে সংসারে ঘৃণাবোধ হইল। মনে বৈরাগ্য ভাবোদয় হওয়াতে যাবজ্জীবন তীর্থ পর্য্যটনে অতিবাহিত করিতেই মানস করিলেন। বুক্তি দেবী তাহাকেই সদ্‌যুক্তি বলিয়া উপদেশ প্রদান করিলেন।

ষষ্ঠীপুত্র বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়াছিলেন গাত্রোত্থান করিলেন, ক্রমে দণ্ডায়মান হইয়া পশ্চিমাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন বেলা প্রায় অপরাহ্ন, কমলিনী নায়ক ভগবান মরীচিমালী

অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, অতএব নিকটে যে কোন গ্রামে হউক অদ্যকার রজনী যাপন করিয়া কল্য ইচ্ছামত গমন করা যাইবে। মনে মনে এই ভাবিয়া বৃক্ষ মূল পরিত্যাগ করিলেন।

বৃক্ষমূল পরিত্যাগ করিলেন বটে কিন্তু কোন্ দিগে গমন করিবেন এবং কোন্ দিগে গমন করিলে নিকটে লোকালয় প্রাপ্ত হইবেন, চিন্তা করিয়া ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না, সেই জন্য একবার পশ্চিমমুখ, একবার উত্তরমুখ তৎপরে পূর্ব্বমুখ হইয়া দাড়াইলেন এবং দক্ষিণ দিগ হইতে আসিয়াছিলেন সেদিগে নিকটে গ্রাম নাই জানিয়া আর সেদিগে মুখ ফিরাইলেন না, এই রূপে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অবশেষে পূর্ব্বাভিমুখেই গমন করিতে বাসনা করিলেন। সেদিগে একটী অপ্রশস্ত গ্রাম্য পথ দেখিতে পাইলেন সেই পথাবলম্বী হইয়া প্রায় দেড়ক্রোশ অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত জনমানবের

সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে মনে মনে শঙ্কা-যুক্ত হইলেন এবং কি করিবেন কোথায় যাইবেন এদিগে গ্রাম আছে কি না, যদি থাকে, তবে কত দুরে, ইত্যাদি নানাপ্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান হইলেন।

সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। সে দিবস শুক্ল সপ্তমী প্রযুক্ত শশধর গগণমণ্ডলের মধ্যভাগেই অবস্থিতি করিতেছিলেন, এক্ষণে সন্ধ্যা সমাগমে সুধাংশু সুস্নিগ্ধ কিরণজাল অল্পে অল্পে বিস্তারিত করাতে দিঙ্মণ্ডল, গগণমণ্ডল, ও ভূমণ্ডল, সর্ব্বত্রই জ্যোৎস্নাময় হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতে লাগিল এবং জ্যোৎস্নালোকে সমুদায় পদার্থই যেন নৃত্য করিতে থাকিল। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যই বা কে নিরীক্ষণ করে। তৎকালে ষষ্ঠীপুত্র যদি স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া স্বভবনে অবস্থিতি করিতে পারিতেন তাহা হইলেও এইরূপ মনোহর শোভা সন্দর্শনে সুখানুভবে সমর্থ হইতেন। এক্ষণে তিনি নিরাশ্রয়, নিরাহারে, জনশূন্য প্রান্তরে, সহায়

সম্বল বিহীনে যে বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, কিপ্রকারে সেই সকল বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন সর্ব্বদা তাহারই চিন্তা করিতে থাকিলেন এবং ক্রমে ক্রমে দুই একপদ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ষষ্ঠীপুত্র অল্পে অল্পে গমন করিয়া আর কিছু পথ অতিক্রম করাতে একটী উদ্যান সমীপে আসিয়া পোঁছিলেন। যখন তিনি সম্মুখে উদ্যান দেখিতে পাইলেন, তখন মনে মনে এইরূপ অনুমান করিলেন, যে, বাগানে অবশ্যই কোন মনুষ্য থাকিতে পারে, অতএব অদ্যকার যামিনী যাপনার্থে নাহয় তাহারই শরণাপন্ন হই। এবম্বিধ চিন্তা করিয়া ষষ্ঠীপুত্র উদ্যান দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন দ্বারটী পুরাতন হওয়াতে ভগ্নাবস্থায় অবারিত ভাবে পতিত রহিয়াছে, প্রবেশের কিছু মাত্র প্রতিবন্ধক নাই। অতএব সচ্ছন্দে উদ্যানাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কতিপয় পদ গমন করিয়া সম্মুখে একখানি পত্রকুটীর অবলোকন করিলেন এবং অবিলম্বে কুটীর দ্বারের সমীপোপস্থিত

হইয়া কহিলেন, "কুটীরে কে আছগো আমাকে কিঞ্চিৎ আশ্রয় প্রদান করুন" । এইবাক্য শুনিয়া এক জন কুটীরাভ্যন্তর হইতে কিবলিয়া উত্তর দিলেন তাহা প্রায় অস্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারা গেল না । সেইজন্য ষষ্ঠীপুত্র আবার ডাকিলেন । এবারে একজন বৃদ্ধ আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিল, এবং কহিল (তদ্দেশভাষায়) তুমি কি ডাকিতে ছিলে? ষষ্ঠীপুত্র বলিলেন হাঁ আমিই ডাকিতেছিলাম। বৃদ্ধ বলিল কি জন্য? ষষ্ঠীপুত্র কহিলেন আমি অতিথি নিকটে অন্য কোন স্থান না থাকাতে অদ্য আপনকারই আশ্রয় লইলাম, এক্ষণে যাহা-তে নির্ব্বিঘ্নে রজনী অতি বাহিত করিতে পারি আপনি তাহাই করুণ। প্রত্যুত্তর প্রদানকালে বৃদ্ধ অধিক কিছু নাবলিয়া কেবল এইমাত্র কহিল ; অভিরুচি হয় এইস্থানেই অবস্থান করুন, ইহাভিন্ন অন্য কোন স্থান নাই। ষষ্ঠীপুত্র কহিলেন নিরাশ্রয়াপেক্ষা ইহাই যথেষ্ঠ।

এইরূপে কথোপকথনান্তর বৃদ্ধ ষষ্ঠীপুত্রকে

কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিতে কহিয়া দ্রুত পদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করত শোলা, চক্‌মকী ও পাথর সহযোগে অগ্নোৎপাদন করিয়া দীপ প্রজ্জ্বলিত করিল। তৎপরেই ষষ্ঠী-পুত্রকে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে কহিল। ষষ্ঠীপুত্র পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ দীপালোকে তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া কহিল, বাবুজী কি আমাকে চিন্তে পারেন? আমি সেই আত্মারাম জাঁড়া। বৃদ্ধ এই কথা বলিবা মাত্রেই ষষ্ঠীপুত্র তাহার প্রতি নেত্রপাত করিলেন, এবং কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, তুমি কি সপ্তগ্রামে ঘোষেদের বাটীতে ছিলে। আত্মারাম বলিল আজ্ঞে।

বর্ত্তমান কালে নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত মানবেরা যেমন ব্যবসায়, বাণিজ্য বা চাকরি দ্বারা কলিকাতায় অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে, পূর্ব্বে সপ্তগ্রামে সেইরূপ করিত। তদনু-সারে আত্মারাম কয়েক বৎসর সাতগাঁর ঘোষে-

দের বাটীতে ছিল। ষষ্ঠীপুত্রের বাসস্থান যদিও, ধামাসে ছিল, তথাপি, তিনি সর্ব্বদা সপ্তগ্রামে থাকিতেন। যেহেতু তথায় তাঁহাদের এক পণ্য-শালা ছিল। আত্মারাম, ঘোষেদের দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে সর্ব্বদা তাঁহার দোকানে যাতায়াত করিত সেই জন্য ষষ্ঠীপুত্র:ক চিনিতে অধিক বিলম্ব হইল না, এবং তৎপরে ষষ্ঠীপুত্রও চিনিতে পারিলেন।

এইরূপে পরস্পর চেনা পরিচয় হইলে আত্মা-রাম সেইরাত্রে নানাবিধ সুস্বাদু ফল মূল ও সুশীতল পানীয় আহরণ করিয়া ষষ্ঠীপুত্রকে পান ও ভো-জন করিতে দিল এবং আপনার বস্ত্রগুলি বিছাইয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিল। প্রথম আলাপেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার শ্রদ্ধা ভক্তি দর্শনে ষষ্ঠীপুত্র যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। পান ভোজন করিয়া সমস্ত রজনী কথোপকথনে ও নিদ্রাসুখে অতিবাহিত করিতে থাকিলেন। দিবসের প্রথম ভাগ হইতে যে

সকল মনোবেদনা উপস্থিত হইয়া ছিল আত্মারামের সম্মিলনে আর নিদ্রা দেবীর অনুকম্পায় তাহার অধিকাংশই নিবারণ হইল।

ক্রমে রজনীপ্রভাতা হইলে দিঙ্‌মণ্ডল ও গগণমণ্ডল লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। বিহঙ্গমেরা নানা প্রকার কলরব করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় পরম পুরুষ পরমেশ্বরের গুনানুবাদ আরম্ভ করিলে, নিশাচরেরা সমস্ত রজনী বিচরণের পর উদয়োন্মুখ সূর্য্য অবলোকনে তস্করের ন্যায় নির্জ্জন প্রদেশে প্রস্থান করিলে, ষষ্ঠীপুত্র জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

বৃদ্ধের নিকট বিদায় যাচ্ঞা করিলে অতঃপর বৃদ্ধ সেদিবস তাঁহাকে তথায় থাকিতে বিস্তর অনুরোধ করিল। কিন্তু ষষ্ঠীপুত্র থাকিতে একান্ত অসম্মত হওয়াতে অগত্যা তাঁহাকে একটী পথ দেখাইয়া দিল, এবং কহিল এই পথে গমন করিলে সত্বরে কটকে পৌঁছিতে পারিবেন। ইতি-

পূর্ব্বে ষষ্ঠীপুত্রের তীর্থ পর্য্যটনে যে অভিলাষ হইয়াছিল প্রথম কোন্ তীর্থে গমন করিবেন তাহার কোন স্থিরতা ছিল না, সুতরাং বৃদ্ধের বাক্যানুসারে সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন, এবং কিঞ্চিৎ বিলম্বে কাটযুড়ির নদীকূলে পান্থনিবাসে আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় একজন মণিকারের নিকটে স্বীয় অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরী বিক্রয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিলেন। ষষ্ঠীপুত্রের নিকট এক কপর্দ্দকও ছিল না। কেবল এই অঙ্গুরীয়ক ছিল। উন্মোচনে পাছে নিদ্রা ভঙ্গ হয় সেই জন্য সঙ্গীলোকেরা গ্রহণে বঞ্চিত হইয়াছিলেন নতুবা উহাও থাকিতনা। তদনন্তর ষষ্ঠীপুত্র কাটযুড়ির নদী পার হইয়া কটকে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কটকে।

কটক অতি মনোহর স্থান। পূর্ব্বে জাজপুরের রাজা নৃপকেশরী কর্ত্তৃক এই স্থানে রাজপাঠ সন্নি-বেশিত হওয়াতে উহা উৎকল খণ্ডের প্রধান রাজধানী হইয়াছিল, কথিত আছে পরেও অনেকে তথায় প্রধান প্রকোষ্ঠ সংস্থাপন করিয়া সমস্ত উৎকলদেশ শাসন করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইং-রাজ রাজাদিগের তথায় সৈন্য স্থাপন ও বিচারালয় সংস্থাপন হওয়াতে পূর্ব্বকার সৌভাগ্যের গৌরব কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইয়া আসিতেছে। সে যাহাহউক ষষ্ঠীপুত্র নগরে প্রবেশ করিয়া গমন করিতে করিতে অবলোকন করিলেন। এক স্থানে একজন মিষ্টান্ন বিক্রেতা বাঙ্গালী নানা বিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ঘটনা ক্রমে হউক বা তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে অন্য কোন ভাবো-

দয় হওয়াতেই হউক, ষষ্ঠীপুত্র তাঁহার পণ্য-শালায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আপনার নাম কি? এবং নিবাস কোথায়, আর কতদিবস হইল এস্থানে আসিয়া ব্যবসায়াদি আরম্ভ করিয়াছেন, এই সকল জানিবার জন্য আমার অন্তঃকরণে একান্ত অভিলাষ হইয়াছে, অতএব আপনি আত্ম পরিচয় প্রদান করিলে যথেষ্ট বাধিত হই, যেহেতু আপনাকে উৎকল বাসী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না। পণনক * ষষ্ঠীপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিতেছিলেন, এপর্য্যন্ত কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করেন নাই এক্ষনে ষষ্ঠীপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। আপনার নাম কি? আমি কি আপনার পরিচিত? না অন্যকোন স্থানে আপনার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল? না, অন্য কোন স্থানে সাক্ষাৎ হয় নাই পূর্ব্বেও পরিচিত ছিলাম না, কিন্তু এক্ষণে পরিচয় জানিতে বাসনা করি, এই বলিয়া পরে

* বিপণিক।

তিনি কহিলেন আমার নাম ষষ্ঠীপুত্র জাত্যংশে মোদক এবং বসতি সপ্তগ্রাম প্রদেশাভ্যান্তরে।

এই কথা শ্রবণে বিপণিক সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া ষষ্ঠীপুত্রকে বসিবার আসন প্রদান করিলেন পরন্তু ষষ্ঠীপুত্র আসনে উপবেশন করিয়া স্বকৃত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় তাহার মুখাবোলকন করিয়া থাকিলেন। বিপণিক বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বলিলেন আমার পিতার নিকট শুনিয়া ছিলাম গৌড় দেশে লক্ষ্ণাবতী নামে একটী রাজধানী ছিল অনুমান করি উহা আপনি পরিজ্ঞাত থাকিতে পারেন।

ষষ্ঠীপুত্র কহিলেন হাঁ শুনিয়াছি তথায় লক্ষ্ণণ সেন নামে একজন বৈদ্য বংশীয় সম্রাট বাস করিতেন।

পণনক বলিলেন সেই দেশেই পিতার পৈতৃক বসবাস ছিল। মহারাজের মিষ্টান্ন প্রস্তুত কারিগণের মধ্যে আমার পিতাই সর্ব্ব প্রধান

ছিলেন সেই জন্য পিতাকে মহারাজ অতিশয় স্নেহ করিতেন। তাঁহার নাম ৺রামজয় দাস।

একদা মহারাজ লক্ষ্মণ সেন স্বীয় দূত প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন যবন সেনাপতি বখ্তিয়ার আসিয়া সসৈন্য মহাবনে লুক্কাইত হইয়া রহিয়াছেন, সময় ক্রমে গৌড় রাজ্য জয় করিয়া লইবেন। তৎকালে গৌড়েশ্বর রাজা লক্ষ্মণসেন অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, অনুমান হয় ইহাও আপনার অবিদিত নাই। ষষ্ঠীপুত্র বলিলেন শুনিয়াছি, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় অশীতি বৎসর হইয়াছিল।

বিপণিক কহিলেন তজ্জন্য মহারাজ লক্ষ্মণ সেন আপনাকে অপারগ জ্ঞান করাতে কোন যুদ্ধ উদ্যোগ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে স্বরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থ যাত্রা ছল করিয়া সপরিবারে পলায়ন পুরঃসর পুণ্যধাম শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়াছিলেন। মহারাজের অনুরোধে পিতা আমার মাতাকে সঙ্গে লইয়া সেই সমভিব্যাহারে

আসিয়াছিলেন এবং কিছু দিন মহারাজের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর অপহৃত রাজ্যের শোকেই হউক বা বার্দ্ধক্যদশা প্রযুক্তই হউক মহারাজ মানবলীলা সম্বরণ করিলে, পিতাকে নিঃসহায় হইতে হইয়াছিল। সুতরাং তখন তিনি আপনার উপায় আপনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে এইস্থানটী ব্যবসায়োপযোগী বলিয়া তাঁহার মনোনীত হওয়াতে পুরী পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। এই স্থানেই আমার জন্ম স্থান। আমার নাম কৃষ্ণহরিদাস। পরিচয় স্থলে শিষ্টাচার প্রদর্শনার্থেই হউক, কিম্বা শুদ্রমাত্রের দাসত্ব স্বীকার করা উচিত বোধেই হউক, আপনার নিকট দাস বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলাম। নতুবা আমরা বিশ্বাস। পিতা বহুকালাবধি রাজসংসারে অতি বিশ্বস্ত রূপে কর্ম্ম করাতে, মহারাজ পিতাকে বিশ্বাস উপাধি প্রদান

করিয়াছিলেন। এই কথা বলিয়া কৃষ্ণহরি তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিলে ষষ্ঠীপুত্র পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বলিলেন মহাশয় বর্ত্তমান কালে মধুমোদক, জাতি মোদক, কুর্ম্মিমোদক, নাপিতমোদক ও শিউলিমোদক প্রভৃতি যে সকল মোদকেরা অস্মদ্দেশে বিদ্যমান রহিয়াছেন তন্মধ্যে আপনি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিতে পারেন আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষের নাম কি?

কৃষ্ণহরি কহিলেন আমি এক দিবস একখানি গ্রন্থ লইয়া পিতার নিকট পাঠ করিতেছিলাম, তিনিও তাহা অনন্য মনে শ্রবণ করিতেছিলেন। তৎকালে আমার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষের অধিক হইবে না, সেইজন্য সকল বিষয় সম্যক্ প্রকারে অবগত হইতে নাপারাতে পাঠ্য বিষয় কোন স্থলে সংশয় উপস্থিত হইলে সুতরাং উহা পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতাম। পিতাও অতি সাবধান পূর্ব্বক সমুদায় অংশ

আমাকে বুঝাইয়া বলিতেন। সে দিবস গ্রন্থের যে অংশ পাঠ করিতে ছিলাম। মোদকজাতি বর্ণসঙ্কর বলিয়া সেই অংশেই বর্ণীত হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত পাঠ করিয়া অতিশয় সংশয়ান্বিত হওয়াতে উহা সত্য কি মিথ্যা এই তদন্ত জানিবার জন্য, তৎক্ষণাৎ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, পিতঃ মোদকেরা কি এইরূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, না তাঁহাদিগের উৎপত্তির অন্য কোন বিবরণ থাকিতে পারে? এইকথা বলিয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় মৌনাবলম্বন করিলে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পিতা কহিলেন—বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালাদেশে যত প্রকার মোদক আছে তাহারা সকলেই যে একবংশ সম্ভূত এরূপ আমি বলিতে পারি না। কারণ ইহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এক এক মূল বংশ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অতএব সমস্ত মোদকেরাই যে বর্ণ সঙ্কর হইবে ইহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর বোধ হয় না।

পুরাণ নির্দ্দিষ্ট বাক্য দ্বারা কেবল এইমাত্র অনুমান করা যায় যে ইহাদিগের মধ্যে কোন না কোন মোদকেরা অবশ্য সঙ্কর জাতি হইতে পারে। কিন্তু আমরা মধুমোদক, আমাদের আদি পুরুষের নাম বিম্বদাস।

কোন সময় পার্ব্বতীর বর প্রভাবে তিনি জলবিম্বে জন্মগ্রহণ করাতেই তাঁহার নাম বিম্বদাস রক্ষিত হয়। এই কথা বলিয়া পিতা মৌনাবলম্বন করিলে, বিম্বদাসের উৎপত্তি বিবরণ শুনিবার জন্য আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিল। সেইজন্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম পিতঃ ভগবতী কি জন্য বিম্ব দাসকে সৃজন করিয়াছিলেন, এবং বিম্বদাসই বা কি জন্য মধুমোদক নামে ভূমণ্ডলে পরিচিত হইয়াছিলেন, উহা যদ্যপি আপনি অবগত থাকেন তাহাহইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট প্রকাশ করুন। কারণ মধুমোদক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি বিম্বদাসের উৎপত্তি বিষয়ে অনভিজ্ঞ

তাহাকে সর্ব্বদা অন্যের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। অতত্রব মধুমোদকদিগের উহা শ্রবণ করা নিতান্ত আবশ্যক।

আমার নিকট এবম্প্রকার প্রশ্ন শুনিয়া পিতা কহিলেন—পূর্ব্বকালে একদা দেবীকাত্যায়নী চিরায়তীব্রত করিতে অভিলাষিণী হওয়াতে তৎপূর্ব্বদিবসীয় কর্ত্তব্য. কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য যত্নবতী হইয়া, স্বীয় পতিকে কহিলেন নাথ, অবগাহনার্থ অদ্য আমি মন্দাকিনীতে গমন করিতেছি আপনি একজন ক্ষৌরকারকে তথায় পাঠাইয়া দিবেন।

ব্রত কিম্বা উপবাস করিতে হইলে ব্রতাচারী ব্যক্তিকে তৎপূর্ব্বদিবস কেশ মার্জ্জন, নখর ছেদন, ও হবিষ্যান্ন ভোজন দ্বারা সেদিবস অতি বাহিত করিতে হয়। সেইজন্য ভগবতী পতির নিকট ক্ষৌরকারের প্রার্থনা করিয়া ছিলেন।

মহাদেব কহিলেন "তুমি অগ্রসর হও পশ্চাতে ক্ষৌরকারকে পাঠাইতেছি" এইকথা বলিয়া ভগবতিকে

বিদায় করিলে ভগবতী মন্দাকিনী তীরোদ্দেশে গমন করিলেন। এবং তথায় উপনীতঃ হইয়া অন্য অন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপনান্তে, ক্ষৌরকারের আগমন অপেক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহুক্ষণপর্য্যন্ত ক্ষৌরকার তথায় উপস্থিত না হওয়াতে দেবী অকার্য্যে কার্য্য জ্ঞান করিয়া এক এক বার মন্দাকিনী সলিল করপদ্ম দ্বারা সঞ্চলন করিতে থাকিলেন। এইরূপে যথেচ্ছাক্রমে সলিল সঞ্চালন করাতে সলিলাভ্যন্তর হইতে একটী বিম্ব উৎপন্ন হইল। দেবী সেই বিম্ব মধ্যে আপনার প্রতিকৃতি অবলোকন করিয়া, পুরুষ জ্ঞানে তাহাকেই জীবন প্রদান করিলেন। এবং বিম্ব হইতে জন্ম বলিয়া তাহার নাম বিম্বদাস রাখিলেন।

পিতা কহিলেন যৎকালে ভগবতির বাক্য প্রভাবে বিম্বদাস জন্মগ্রহণ করিলেন সেই সময়ে মহাদেবের প্রেরিত একজন নরসুন্দর, দেবীর সম্মুখে সমুপস্থিত হওয়াতে, দেবী তাহা দ্বারা

আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইলেন। তৎপরে উভয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

যে ব্যক্তি মহাদেবের নিকট হইতে আসিয়াছিল, তাহার নাম হাড় দাস। তিনিও বিম্বদাসের ন্যায় অসম্ভব রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কথিত আছে ভগবতী, পতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মন্দাকিনী তীরে গমন করিলে পর ভগবান পশুপতি, ভগবতীর বাক্য বিস্মৃত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে কণ্ঠস্থিত অস্থিমাল্য ছড়াটী পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা তাঁহার স্মরণ হইল, যে দেবী তাঁহার নিকট একজন ক্ষৌর কারের প্রার্থনা করিয়া স্নানার্থে মন্দাকিনীতে গমন করিয়াছেন। অতএব অস্থিমাল্য হইতে যে সকল মলা নির্গত হইয়াছিল, উপস্থিত মতে তাহাতেই একটী পুত্তল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে জীবন দান করিলেন। সেইজন্য তাহার

নাম হাড়দাস হইল। এবম্প্রকারে হাড়দাস জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবের নির্দ্দেশানুসারে ক্ষৌরোপযোগী অস্ত্রাদি গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবতীর নিকটে আগমন করিল দেবীও তদ্দ্বারা তৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইলেন।

অনন্তর কিছুদিন পরে, একদা হাড়দাস ও বিন্দদাস উভয়ে মিলিত হইয়া ভগবতীর নিকটে আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, মাতঃ! এক্ষণে আমরা কোন্ বৃত্তি অবলম্বনে জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিব, অনুমতি হইলে তাহাতেই একান্ত যত্নবান হই। এই কথা বলিয়া উভয়ে কৃতাঞ্জলি পুটে দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকাতে, ভগবতী প্রথমত হাড়দাসকে সম্বোধনপুর্ব্বক কহিলেন, "হাড়দাস! তোমাকে যেবৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে তদ্বারা সচ্ছন্দে তোমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। অতএব তুমি অবনীতে অবতরণপূর্ব্বক উক্তবৃত্তি অবলম্বনেই কালযাপন করিতে থাক।" এইকথা শুনিয়া হাড়দাস দেবীকে প্রণতিপুরঃসর

তথাহইতে প্রস্থান করিলেন এবং অবিলম্বে ভূমণ্ডলে আগমনপূর্ব্বক ক্ষৌরকার্য্য প্রচার করিতে লাগিলেন।

অতঃপর ভগবতী বিশ্বদাসকে বলিলেন "তুমি আমার মধুবন রক্ষায় নিযুক্ত থাক" বিশ্বদাস তাহাতেই সম্মত হইয়া কিছুদিন তৎকার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকিলেন। এবং মধ্যে মধ্যে মধুসংগ্রহ করণান্তর নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করণের কৌশল সৃষ্টিকরিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ভগবতীর গণপতিনামে, গজানন বিশিষ্ট পুত্রটী জন্মগ্রহণ করাতে, বিশ্বদাস তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে প্রতিদিন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া ভোজন করাইতে লাগিলেন। ইহাতে গণপতি বিশ্বদাসের প্রতি সদয় হইয়া সময়ক্রমে তাহাকে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন, যে, "তুমি মিষ্টান্ন প্রদান করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ তোমার মিষ্টান্ন দ্বারা সমস্ত দেবতারাও সন্তুষ্ট হইবেন। এবং মিষ্টান্ন দ্রব্য, পৃথিবীস্থ সমস্ত দ্রব্যাপেক্ষা

সমধিক আদরণীয় বলিয়া সকলের নিকট সমাদৃত হইবে। অতএব তুমি, অদ্য হইতে ভূমণ্ডলে অবতরণ পূর্ব্বক মধুমোদক উপাধি গ্রহণ করিয়া, মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রচার বিষয়ে যত্নবান হও।"

বিশ্বদাস এবম্প্রকারে গণপতির নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং অবনীতে আগমন করিয়া স্ববৃত্তি অবলম্বনেই সাধারণের নিকট মধুমোদক বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। পিতা এইপর্য্যন্ত বলিয়াই এ আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অতএব মহাশয়ের নিকট আমি আর অধিক বলিতে পারিলামনা। এইবলিয়া কৃষ্ণহরি ষষ্ঠীপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয় আপনি কোন্ বংশ সম্ভূত ষষ্ঠীপুত্র কহিলেন, "মহাশয় এপর্য্যন্ত যেবংশের উল্লেখ করিতেছিলেন, এনরাধমও সেই বংশকে কলঙ্কিত করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।"

কৃষ্ণহরি ষষ্ঠীপুত্রের মুখে এবম্বিধ খেদযুক্ত বাক্য

শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয় আপনাকে দেখিতেছি জগন্নাথ দর্শনার্থী যাত্রীর ন্যায়, কিন্তু আপনার সঙ্গে জন মানব নাই। অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি যাত্রী সম্প্রদায় ত্যক্ত হইয়া পান্থনিবাস ভ্রমে আসিয়াছেন? না অন্য কোন প্রয়োজন বশতঃ এদিগে আসিয়াছেন? যদ্যপি বলিতে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইলেপ্রকাশ করিয়া চরিতার্থ করুন। বষ্ঠীপুত্র চিন্তা যুক্ত হইলেন কিন্তু কি বলিবেন তাহা স্থির না হওয়াতে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। অমনি মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া আসিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু হইতে অশ্রু কণা বিগলিত হইতে আরম্ভ হইল। দেখিয়া কৃষ্ণহরি অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন একি! অনুমান হয় পথে আসিয়া ইহার কোন আত্মীয় বিয়োগ হইয়া থাকিবে। নতুবা সহসা এরূপ বিকল চিত্ত হইয়া রোদন করিবার তাৎপর্য্য কি? যাহাহউক

ইহার কারণ জানা আবশ্যক। এই ভাবিয়া কহি-লেন মহাশয়! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন সহসা মনো-মধ্যে এরূপ ভাবের আবির্ভাব হইবার কারণ কি? অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলুন। যেহেতু আমরা শুনিয়াছি মনুষ্যের শোক বা দুঃখ প্রথমত যত বর্দ্ধিত হয় অন্যের নিকট ব্যক্ত করিলে তাহার অধিকাংশই লাঘব হইয়া থাকে, অতএব আপনি ব্যক্ত করুন। ওরূপ মনস্তাপ সহ্য করণের কিছু মাত্র ফল দেখিতেছি না বরং দিন দিন মনস্তাপই বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। এই বলিয়া কৃষ্ণহরি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

ষষ্ঠীপুত্র কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন মহাশয়! জগতের গতি কিরূপ? আমিতো তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাহার সঙ্গে জীবনা-বধি সম্বন্ধ নিরূপিত থাকে, পৌরাণিকেরা যাহারে অর্দ্ধাঙ্গী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, স্বামী উপরতা হইলে সহমরণ গমনে যাহাকে ব্যবস্থা প্রদান করেন, সেইস্ত্রী এবং যাহাদের

ভরসায় পুরুষোত্তমে আসিয়াছিলাম সেই প্রতি-
বেশীগণ, কল্য আমাকে পীড়িত জ্ঞানে মুমূর্ষা
বস্থায় বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ
পুরঃসর সকলে প্রস্থান করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য!
গমন কালে তাহাদের মনে কিছুমাত্র দয়া
হইল না। হায়! যাহাকে আমি চিরজীবনের
নিমিত্ত সুখ দুঃখের সঙ্গিনী বলিয়া জ্ঞান
করিতাম এবং যাহাকে এপর্য্যন্ত পতিপ্রাণা
বলিয়া একান্ত বিশ্বাস করিতাম, সেই বিশ্বাস
ঘাতিনী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কি কিছুমাত্র
লজ্জাবোধ করিল না? এই কি তার ধর্ম্ম না এই
তার সতীত্ব!! ষষ্ঠীপুত্র এই কথা বলিতে বলিতে
ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। এবং আরো
বলিলেন, পূর্ব্বে জানিতে পারিলে ইহার সমুচিত
প্রতিকার করিতাম। যা হউক এজন্মের মত তাহার
সঙ্গে সম্বন্ধের এক প্রকার শেষ হইয়া গেল,
দেশেতো আর যাইবোনা, যাইবারত কথাই নাই
যদ্যপি কোন ক্রমে স্বদেশে গমনাগমন ঘটিয়া

উঠে, তাহাহইলে যেন সেপাপীয়সীর মুখাবলোকন করিতে আর নাহয়। এই বলিয়া ষষ্ঠীপুত্র মৌনাবলম্বন কালে হে পরমেশ্বর সকলই তোমার ইচ্ছা বলিয়া আর একটী গুরুতর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। স্বজাতি সৌহার্দ্দ বশতঃই হউক কিম্বা অন্য কোন অভিপ্রায় বশতঃই হউক, কৃষ্ণহরি বলিলেন "তবে এই স্থানেই কিছুদিন অবস্থিতি করুন"। ষষ্ঠীপুত্র কহিলেন এক্ষণে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছি তীর্থপর্য্যটনে গমন করিয়া তীর্থে তীর্থেই যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিব। দেশের লোকের এবং ভার্য্যার ব্যবহারে সংসারে যাহার পর নাই ঘৃণা জন্মিয়াছে একমুহূর্ত্ত সংসার আশ্রমে থাকিতে আর অভিলাষ হয় না। কৃষ্ণহরি কহিলেন পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নাই যথা মনুষ্যকে শোক বা দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। এমন কোন অট্টালিকা নাই যথা মৃত্যু প্রবেশ করিতে নাপারে, এমন কোন মনুষ্য নাই যিনি কখন বিপদগ্রস্ত হন নাই, এবং এমন কোন

দেবতা নাই যিনি নিরবচ্ছিন্ন মনুষ্যের মনে সুখ প্রদানে সক্ষম হন। অতএব আপনি বিবেচনা করুন ইহা যদ্যপি স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, তবে যাবজ্জীবন তীর্থ পর্য্যটনের প্রয়োজন কি? বরং এই স্থানে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া চঞ্চল চিত্তকে বশীভূত করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। পরে যেরূপ বিবেচনায় ভাল বোধ করেন, তাহাই করিবেন। কিছু দিন এই স্থানে থাকাই যুক্তি যুক্ত বোধে ষষ্ঠীপুত্র আর কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না কেবল সম্মতি প্রকাশ মাত্র করিলেন। এইরূপে ষষ্ঠীপুত্র কটকে কৃষ্ণহরি মোদকের আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া আপাততঃঅবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মোদকবনিতা।

কয়েক দিবসান্তে মোদক নারী দেশীয় সঙ্গী দিগের পরামর্শে হাতের খাড়ু, রুলি খুলিয়া

রোদন করিতেং ধামাসে আসিয়া পৌঁছিলেন ।
সধবা হইতে বিধবাদিগের বেশভূষা বিভিন্ন বলিয়া
মোদক বধূর আকার প্রকার দর্শনেই প্রায় অনেকে
অনুমান করিলেন যে, পথে ষষ্ঠীপুত্র মানবদেহ
পরিত্যাগ করিয়াছেন । জিজ্ঞাসা বাহুল্য মাত্র ।
ষষ্ঠীপুত্রের কনিষ্ঠ সহোদরেরা ভ্রাতৃ জায়াকে
অবলোকন করিলেন এবং তাঁহার নিকট শুনি-
লেন, পথে পীড়িত হইয়া জ্যেষ্ঠ মানবলীলা
সম্বরণ করিয়াছেন । সুতরাং তৎকালোচিত
কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য বিধি মতে যত্ন
করিতে লাগিলেন । এদিকে মোদক রমণী না
বুঝিয়া লোকের কথায় স্বামীকে পথে পরিত্যাগ
করিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্য নানা প্রকার আত্ম
গ্লানি উপস্থিত হওয়াতে যার পর নাই মনস্তাপে
দগ্ধ হইতে লাগিলেন । প্রকাশ করিবার যো
নাই মনের আগুণ মনেই জ্বলিতে লাগিল । তখন
তিনি ভাবিলেন আমি কেন এমন কুকর্ম্ম করিলাম ।
আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেনই বা ঘটিল, যে পরের

কথায় পতি হেন সামগ্রীকে বনবাসে রাখিয়া আসিলাম। কেন তাঁহার নিকটে থাকিলাম না, কেবল আমারই দোষে তিনি মারা পড়িয়াছেন। বোধ করি আমি নিকটে থাকিলে যে কোন প্রকারে হউক আরোগ্য হইতে পারিতেন। হায় আমি কি পাপীয়সী! বলিতে কি আমি যে কর্ম্ম করিয়াছি মরিলে নরকেও স্থান পাইব না। তিনি পীড়িতাবস্থায়, শুধু পীড়িত কেন একে বিদেশ, তাহাতে পীড়িত, আবার নিদ্রাবস্থায় ছিলেন, আমি না বলিয়া সহসা তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছি; তিনি জাগরিত হইয়া না জানি কতই বিলাপ করিয়াছেন এবং আমারে পতিঘাতিনী বলিয়া না জানি সে সময় কতই তিরস্কার করিয়াছেন, অনুমান হয়, আমার আচরণ দেখিয়া মনের দুঃখেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন। হায়! আমি কি করিতে গিয়া কি করিয়া আসিলাম। তখন কি আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, এখন আমার উপায়

কি হইবে। এই রূপে মনে মনে যতই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাহার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিতে থাকিল। দেখিতে দেখিতে নয়ন যুগল বাষ্প বারিতে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল, তখন তিনি রোদন না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না।

মোদক রমণী কান্দিতেছেন। প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে এবং নিশি যোগেও বিরাম নাই। অনবরতই কান্দিতেছেন। ক্রমে মাস গেল জ্যেষ্ঠের পরলোকে যাহাতে মঙ্গল হয় সেই অভিপ্রায়ে কনিষ্ঠেরা ষষ্ঠীপুত্রের শিশু সন্তান দ্বারা শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করাইলেন। এবং যথা নিয়মে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অতিথি, অভ্যাগত দীন দুঃখীদিগকে ভোজন করাইয়া বিদায় করিলেন, ক্রিয়া বাড়ী ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হইল। কিন্তু তথাপিও মোদক নারীর ক্রোন্দন সম্বরণ হইল না। তিনি কান্দিতেছেন। হা নাথ! হা জীবিতেশ্বর অনাথিনীর প্রাণবল্লভ

বলিয়া এক একবার ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন, বাটীর অন্য অন্য সকলে সান্ত্বনা করিতেছেন, কিন্তু স্বয়ং অপরাধিনী বলিয়া কিছুতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেছেন না।

অতিশয় প্রিয় অথচ ধনবান্, রূপবান্, গুণবান্, সন্তান কিম্বা তদনুরূপ আত্মীয় মরিলে কেহই চিরকাল শোক প্রকাশ করে না, কালক্রমে সকলকেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হয়। জগতের গতি, বা ঈশ্বরের নিয়মই এইরূপ, এমন কি, স্নেহাস্পদ পুত্র বিয়োগে, কত কত পিতা মাতাকে প্রথমতঃ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতে দেখা যায়, কিন্তু কিছু দিন পরে, তাহাদিগকেই আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া এক তান মনে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দেখা গিয়াছে। অতএব ষষ্ঠীপুত্রের স্ত্রী যে চিরকাল শোক করিবেন, ইহাও কোন ক্রমে সম্ভব নহে। কাল ক্রমে তিনিও ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন।

তদনন্তর মোদক বনিতা, দত্তক মীমাংসার

ব্যবস্থানুসারে স্বীয় দেবর গঙ্গাবর ও হরিশাঙ্কের নিকট স্বামী দত্তাংশ পাইবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। যেহেতু তিনি নিতান্ত অবীরা ছিলেন না। তাঁহার এক কন্যা এক পুত্র এবং এক দৌহিত্র হইয়াছিল। কন্যার নাম বিজয়া, পুত্রের নাম বংশীধারী, দৌহিত্রের নাম শতঢাকী। এই শেষোক্ত নাম সম্বন্ধে মনোহর একটী কিম্বদন্তী আছে। অদ্যাপি প্রবীণমোদক-দিগের নিকট উহা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, সেই জন্য পরিত্যাগ না করিয়া জনরবটী যথা শ্রুত প্রকাশ করা গেল।

কথিত আছে ষষ্ঠীপুত্র স্বীয় দৌহিত্রের অন্ন-প্রাশনে বিস্তর আড়ম্বর করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সমুদয় কুটুম্ববর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সেই সকল নিমন্ত্রিত লোকের আশীর্ব্বাদীয় ধান্য, দূর্ব্বা, ও পুষ্পমাল্যে বালকটী এককালে ঢাকা পড়িয়াছিল। সেই জন্য সকলে মিলিত হইয়া শতঢাকী অর্থাৎ কুটুম্বের

আশীর্ব্বাদে ঢাকা পড়িয়াছে বলিয়া উহার নাম শতঢাকী রক্ষা করিলেন। এবং কুলীনের দৌহিত্র ইনিও কুলীন হউক বলিয়া সকলে বালকের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। সেই অবধি সপ্তগ্রাম ভুক্ত মোদকদিগের দ্বিতীয় কুলীনের প্রকাশ হয়। তৎপরে শতঢাকীর আর দুই সহোদর জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহাদের একের নাম মাণিকঢাকী, দ্বিতীয়ের নাম বাউল ঢাকী। ইহারাও কুলীন, কিন্তু ভ্রাতার নামে মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

তদনন্তর গঙ্গাধর ও হরিশাঙ্ক উভয়ে ভ্রাতৃ জায়ার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির তৃতীয়াংশের একাংশ প্রদান করিলে,মোদক রমণী পুত্র কন্যা সঙ্গে করিয়া চাকদহে স্বীয় পিত্রালয়ে গমন করিলেন এবং ভ্রাতাদিগের পরামর্শে হউক কিম্বা অন্য কারণেই হউক তদবধি তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পদ্মাবতী।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন বেলা দুই প্রহর কালে ধামাস বাসীলোকেরা একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলেন। বহুদিবস যেব্যক্তি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, যাঁহাকে তাঁহার সঙ্গীলোকেরা স্বহস্তে ভস্মসাৎ করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে সেইব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত! এতদবলোকনে কেনা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন। অতএব সেই উপলক্ষে প্রতিবেশী মণ্ডলীতে মহান্ কলরব পড়িয়া গেল, এক জন অন্য জনকে জিজ্ঞাসা করিল ইনি কি সেই ষষ্ঠীপুত্র? সেকহিল অনুমান হয়। আর একজন কহিলেন, ইনি যদি তিনিই হন, তবে বাঁচিলেন কি প্রকারে, মরিলে কি কেহ বাঁচিতে পারে? অনুমানহয় উহাকে ফেলেএসে থাকিবে। এইসকল কথা শ্রবণ করিয়া অপর একজন বলিলেন, ওপথে যাওয়াই

অন্যায়। যেহেতু পীড়িত ব্যক্তিকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহাতে আত্মপর বিবেচনা করেনা। এই দেখ ষষ্ঠীপুত্রের স্ত্রী কেমন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়া মৃতসম্বাদ প্রকাশ করিলেন সঙ্গীরা তাহাতেই সম্মতি দিয়া গেলেন কই কেহইতো সত্য কথা কহিলেন না।

আর একজন বলিলেন সেযাহাহউক উহার কনিষ্ঠ সহোদরেরা জ্যেষ্ঠের জীবিতাবস্থা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, শ্রাদ্ধোপলক্ষে অতগুলি অর্থ অপব্যয় করিত না। এই রূপে পরস্পর পরস্পরের নিকট বলাবলি করিতেছেন ইতিমধ্যে ষষ্ঠীপুত্র তাঁহাদের সম্মুখাগত হইলেন এবং বিধানানুসারে সকলকে সম্ভাষণকরনান্তর স্বীয় ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

যৎকালে ষষ্ঠীপুত্রের গ্রামে পুনরাগমন বিষয়ে জনতা হইতেছিল, সেই সময় গঙ্গাবর ও হরিশাঙ্কের নিকট একজন লোক আসিয়া সমাচার প্রদান করিয়াছিলেন। সেইজন্য ভাতৃদ্বয় এবং

অন্যং পরিবারেরা প্রায় সকলেই তাঁহাকে দর্শন মানসে বাটীর বর্হিভাগে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং অন্য অন্য প্রতিবেশী লোকেরাও তথায় আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ষষ্ঠীপুত্রকে সমাগত দেখিয়া সকলে যারপর পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। এবং পরমায়ু থাকিতে মনুষ্য মরে না, পরমেশ্বর তাহাকে রক্ষা করেন বলিয়া, পরস্পর পরস্পরের নিকট ঈশ্বরের ইচ্ছাই বলবতী, এইবাক্য সপ্রমাণ করিতে থাকিলেন। এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহযাত্রী-দিগকে বিদ্রূপ করিয়াও অনেক আমোদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে যে সময়ে নানা প্রকার রহস্য জনক বাক্য, উপস্থিত ব্যক্তি সমূহের মনে অপার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে ছিল। সেই সময়ে উৎকল দেশীয় কয়েক জন বাহক কর্ত্তৃক আনীত এক খানি শিবিকা তাহাদিগের সম্মুখে সহসা সমুপস্থিত হইলে সকলে সেই দিগে দৃষ্টিপাত

করিলেন। দেখিলেন শিবিকা যানে একটী মাত্র রমণী।

স্ত্রীলোকটী উৎকল দেশবাসী কোন সম্ভ্রান্ত লোকের রমণী বলিয়া দর্শক মণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই জানিতে পারিলেন, অন্য কেহ নহেন তিনি যষ্ঠীপুত্রের পরিণীতা পত্নী। অতএব এই স্থানে উক্ত রমণীর পরিচয় প্রদান করা যুক্তি যুক্ত বোধে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বোধ করি কটকের কৃষ্ণহরি মোদক, পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ পথে থাকিতে পারেন। এই শিবিকা রূঢ়ারমণী তাঁহারই এক মাত্র অপত্য; ইহার নাম পদ্মাবতী। দুর্ভাগাবশতঃ ইহার জননী প্রসব করিয়াই সূতিকাগারে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে এক জন উৎকলবাসিনী রমণী ইহাকে লালন পালন করিয়াছিল। সেই জন্য বালিকাবস্থা হইতে মাতৃভাষার ন্যায় উৎকল ভাষা ইহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। এবং সর্ব্বদা তদ্দেশীয়

পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত থাকাতে বেশ ভূষাও উৎকলের ন্যায় হইয়াছিল। সুতরাং পদ্মাবতীকে উপস্থিত ব্যক্তিসমূহে উৎকলবাসিনী বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন।

পদ্মাবতী নিতান্ত কুরূপা ছিলেন না উড়িষ্যাদেশীয় লোকেরা উহাকে রূপবতী রমণী মধ্যে গণ্য করিতেন। যেহেতু তাঁহার রূপ যথা সম্ভব লাবণ্য যুক্তছিল। যৎকালে ষষ্ঠীপুত্র কৃষ্ণহরি মোদকের আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে পদ্মাবতীর পিতা অর্থাৎ কৃষ্ণহরি মোদক, স্বীয় দুহিতাকে প্রাপ্ত বয়স্কা জানিয়া এবং ষষ্ঠীপুত্র অতি সুপাত্র বিবেচনা করিয়া, পদ্মাবতীকে তদ্ধস্তে সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর ব্যবহারে যদিও ষষ্ঠীপুত্র দ্বিতীয় বারদার পরিগ্রহে অনিচ্ছুক ছিলেন, তথাপি, আশ্রয় দাতা কৃষ্ণহরি মোদকের যত্নে এবং পদ্মাবতীর ভক্তিতে একান্ত বাধিত হইয়া ছিলেন সেই জন্য সুবিবেচক ষষ্ঠীপুত্র যাবজ্জীবন

উৎকলে অবস্থিতি মানসে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহণে সম্মতি° প্রদান করিয়াছিলেন। পরে পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করণানন্তর স্বদেশের মায়া মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছিলেন।

কালক্রমে কৃষ্ণহরি মানবলীলা সম্বরণ করাতে, ষষ্ঠীপুত্র সেই ভিন্নজাতীয় স্থানে নিঃসহায় বাস করা অপেক্ষা স্বভবনে প্রত্যাগমন করাই শ্রেয়স্কর বোধে সস্ত্রীক পূর্ব্ববাস ধামাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মানব জাতি একেত কুৎসাপ্রিয়, লোকের কুৎসা করিবার নিমিত্ত কত শত অমূলক গল্প কল্পনা করিয়া থাকে, এবং কল্পিত গল্পের আকর্ষণী শক্তি সম্পাদনার্থে তাহাতে নানা প্রকার অলঙ্কার যোজনা করিয়া দেয়; কোন কোন ব্যক্তির প্রশংসা করিবার শত শত হেতু থাকিলেও কুৎসাপ্রিয় লোকেরা সে দিগে দৃষ্টিপাত করে না, কিন্তু কুৎসা করিবার অনুমাত্র স্থান থাকিলে মনের আমোদে সেইদিগে ধাবমান হয়, সুতরাং ষষ্ঠীপুত্রও তাহাদিগের দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া

উঠিলেন, ষষ্ঠীপুত্র উড়েরমেয়ে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে এই কথা তাহাদিগের কর্ত্তৃক রাষ্ট হওয়াতে ক্রমে সকল কুটুম্বেরা শুনিলেন।

যাঁহারা সৎস্বভাব, তাঁহারা ষষ্ঠীপুত্রের ভাতৃদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং ওসকল কথায় তাঁহারা দৃক্‌পাতও করিলেন না। কিন্তু সদপেক্ষা অসতের সংখ্যাবৃদ্ধিপ্রযুক্ত অল্পদিবসের মধ্যে কুটুম্বসমাজে বিষম গোলযোগ হইয়া উঠিল অর্থাৎ প্রচলিত দেশাচার সম্বন্ধে ষষ্ঠীপুত্রকে দোষী বলিয়া অনেকে বিবেচনা করিলেন এবং তজ্জন্য সপ্তগ্রাম সমাজভুক্ত মোদকেরা একদিবস সকলে সমবেত হইয়া উক্ত দম্পতী সম্বন্ধে নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন আদ্যোপান্ত এই উপাখ্যান ষষ্ঠীপুত্রের নিকট শ্রবণ করিলেন তখন আর কেহই তাঁহাকে দোষী বলিয়া অনুমান করিতে পারিলেন না। তখন তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সমাজ মধ্যে সাদরে পরিগৃহীত হইলেন।

পরিশিষ্ট

সময়ে সময়ে সকলেরই মনোগত ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াথাকে। কালক্রমে মেধাবিশিষ্ট মানবদিগের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া মতিচ্ছন্ন ঘটিয়া উঠে এবং দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ডেরাও সময়ক্রমে অসদভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া উত্তম পথে বিচরণ করিতে থাকে। চিরকাল কাহারও অভিপ্রায় একরূপ থাকেনা। ষষ্ঠী পুত্রের মনোগত ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। প্রথম পরিণীতা পত্নীর প্রতি তাঁহার যেরূপ ঘৃণা জন্মিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার পরিবর্ত্ত হইয়া পূর্ব্বানুরাগের সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন তিনি পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারিণী প্রথমা পত্নীকে স্বভবনে প্রত্যাগত হইতে আদেশ করিয়া একজন লোক প্রেরণ করিলেন। ষষ্ঠীপুত্র যাহাকে পাঠাইলেন সেব্যক্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তাহার সঙ্গে কেহই আসিলনা, যাঁহাদিগের আসিবার কথাছিল তাঁহাদিগের পরিবর্ত্তে কেবল একখানি লেখন আসিয়া পৌঁছিল।

ষষ্ঠীপুত্রের স্ত্রী নিজে লেখাপড়া জানিতেননা; সেই গ্রামের কোন কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা তাঁহার সই ছিলেন, তিনি লেখা পড়া জানিতেন। ষষ্ঠী-পুত্রের স্ত্রী তাঁহার দ্বারা পত্রিকা খানি লেখাইয়া লইয়াছিলেন। এবং যিনি তাঁহাদিগকে আনিতে গিয়াছিল তদ্ধস্তে পত্রিকাখানি পাঠাইয়াছিলেন।

ষষ্ঠীপুত্র দেখিলেন স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, তিনের মধ্যে কেহই আইসে নাই। কেবল এক খানি পত্রিকা, পত্রিকা গ্রহণ করিলেন, মোড়ক খুলিলেন এবং পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

পত্রিকা।

বাঘিনী নাগিনী সম জানিয়া দাসীরে,
তবু যে করেন স্নেহ, সে কেবল তব
সাধু প্রকৃতির গুণে। যে সাধে শত্রুতা,
হয়ে পত্নী, অজানীতদেশে, অসময়,

ক্ষমি দোষ তার, পুনঃকরা দয়া তারে
সরল স্বভাব ভিন্ন অন্য কি সম্ভবে।

ধন্য নাথ! তবগুণে ধন্য তব দয়া
মম প্রতি! দাসীর কুরীতি, অবহেলে
ভুলি, হইলা সদয় পুনঃ এদাসীরে।
তুমিহেন পতি যার ধন্য সেরমণী
ভাগ্যবতী, ধন্যতার জন্ম নারীকুলে!
বলিলে বলিতে পারি এগৌরব কথা।

কিন্তু তব প্রসংশায় প্রসংশিনু যারে
নহি সে রমণী আমি, কহিনু স্বরূপ;
দেখুন বিচারি মনে দাসীর ভারতী
ওরূপ স্নেহের পাত্রী কিসেহবে দাসী।

না বুঝিয়া পূর্ব্বাপর, পর বাক্যে মজে,
করেছি অধর্ম্ম ভারি, আমি পাপীয়সী
নারীকুলে গ্লানি পামরী কৃতঘ্নীসমা,
তানাহলে কভু ফেলেনাকি আসিতাম
সেবিপত্তি কালে, বৃক্ষমূলে, রেখে একা।

থাকিতাম কাছে সেবিতাম পদ তব,

হইতাম দুঃখে দুঃখী সুখভাগী এবে।
কিন্তু নাথ! আমি নারীজাতি, নহি নর,
তাহে বুদ্ধিহীনা স্বভাবে অবলা মতি!
হায়! কেমনে জানিব ভবিষ্যত বাণী
ঘটিবে এমন দশা দাসীর অদৃষ্টে।

হায় নাথ! মরিলাজে মরিমনস্তাপে;
বসিয়া নির্জ্জনে ঘরে, করি আলোচনা
আপনি আপন মনে, সেদিনের কথা,
সেপাপের ফলাফল ফলে হাতে হাতে;
কতযে রোদন করি নাপারি বলিতে।

কিন্তু নাথ! কারে বলি মনের বেদনা,
কে করে বিশ্বাস বল এঅবনী তলে—
বিশ্বাস ঘাতিনী আমি আমার বাক্যেতে,
দিবা নিশি সহিতেছি যেরূপ যাতনা,
জানেন কেবল সর্ব্ব অন্তর্যামী যিনি।

শুনিলাম নাথ! এবে, কহিল সেজন
যেজন আইল তব আজ্ঞাবহ হয়ে,
দাসীরে লইয়া জেতে তব সন্নিধানে।

কহিল সেজন, উৎকল হইতে এক
অপূর্ব্ব রমণী রত্ন, এনেছেন নাকি
পরিণয় করে তারে, শাস্ত্রব্যবহারে,
দাসীরে সঁপিতে নাথ স্বপত্নীর হাতে ?

একে মরি লাজে নাথ, প্রতিবেশীদলে
দেখাইতে এবদন পুনর্ব্বা সভারে,
তাহাতে সতিনী—কহিবে কতেকহাসি
কুবচন সদা, সহিবেনা মম প্রাণে।
করিছি যেমন কর্ম্ম—ভুঞ্জিব তেমতি
ফল, পুনঃকোন্ লাজে দেখাইব মুখ
তোমার নিকটে আসি, কালামুখী হয়ে।

প্রবাসে থাকিলে পতি, পতিব্রতাসতী,
সহেন যেরূপে সদা অনঙ্গের জ্বালা,
সহিব তেমতি দুঃখ একতান মনে,
কহিনু নিশ্চয় নাথ এপ্রতিজ্ঞা মম।

পুনঃ নিবেদনে, দাসী নিবেদয়ে পুনঃ
করেছে গমন, স্বীয় পতি নিকেতনে
স্বপুত্র সহিতে কন্যা, বংশধর তব

আছয়ে কুশলে, দুঃখিনীর যত্নে হেথা।
অনুমতি হলে, দিব পাঠাইয়া পুত্রে,
ভেটীতে চরণ যুগ্ম তব, বারান্তরে,
নতুবা ক্ষমিবে নাথ এমিনতি পদে।

সমাপ্ত।